দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 6.1.83 ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

009

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

খালেদা সালাহউদ্দিন

পাওলো ফ্রেইরের এর মতে শিক্ষা একটি সংস্কৃতিক ক্রিয়ার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণে সক্ষম হয় এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং অভ্যাস গড়ে তুলতে শেখে। বস্তুত উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ, উদ্বুদ্ধকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'দক্ষ শ্রম' যে সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যক 'ইনপুট' এবং উন্নয়নের গতিধারার অন্যতম প্রধান নিয়ামক—সে কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত এবং 'দক্ষ শ্রম' লাভের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বপ্রধান পন্থাই হচ্ছে মানুষের সৃজনশীল শক্তির বিকাশের উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন। দেশের 'জনসম্পদ'কে প্রকৃতপক্ষে কার্যে মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হলে একটি কার্যোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা অত্যাবশ্যক। কোন দেশের শিক্ষার হার সে দেশের সার্বিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিশ্বের কোন কোন দেশে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল দেখা গেছে যে শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কারণেই বাংলাদেশের অষ্টম দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) এ দেশে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এর সফল বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব এবং এর জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া দরকার তা আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে এদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্নতম স্তর হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। এর পরবর্তী স্তর গুলি হচ্ছে যথাক্রমে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর। বাংলাদেশের শিশুদের আনুষ্ঠানিক 'হাতে খড়ি' হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ৫-১১ বছর বয়ঃসীমার বালক-বালিকারাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করে। এ সময়-সীমার মধ্যে একটি শিশু সহজ বাংলা ভাষায় পড়তে এবং লিখতে শেখে। সাধারণ যোগ-বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং ভগ্নাংশ ও শতাংশের কিছু সহজ অংকও কষতে শেখে। এ পাঁচ বছরে দেশের ইতিহাস, ভূ-প্রকৃতি এবং সাধারণ বিজ্ঞানের সঙ্গেও তার প্রাথমিক পরিচয় ঘটে।

প্রাথমিক শিক্ষার সুফল ঃ

বিশ্ব ব্যাংকের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে একটি দরিদ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগের ফল উৎপাদন ক্ষমতা এবং আয় বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা থাকে—যা একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে যথেষ্ট লাভজনক বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা আধুনিকীকরণের সহায়ক শক্তি হিসেবেও ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এ শিক্ষা কেবল ব্যক্তির কর্ম দক্ষতাই বৃদ্ধি করে না—তার দৃষ্টিভঙ্গীকেও পরিবর্তিত এবং প্রসারিত করে তাকে জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা এবং ব্যক্তিগত, জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সহজতর হয়।

এ প্রসঙ্গে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কেও দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) বলা হয়েছে, নারী শিক্ষায় বিনিয়োগ ব্যাপক ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সুবিধা অর্জন করে। সন্তান প্রতিপালন ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। একজন মহিলার অর্জিত শিক্ষার স্তর, গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তার নৈপুণ্যের স্তর নির্ধারণ করে।'....অপরদিকে নারী শিক্ষা কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপযোগ সৃষ্টি করে, যেমন, (ক) সন্তানের শিক্ষাগত এবং সামাজিক প্রস্তুতির মান, (খ) মেয়েদের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি, (গ) পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি, (ঘ) মহিলা সমাজের মর্যাদা উন্নয়ন এবং গৃহাঙ্গনের বাইরে উৎপাদন কর্মে অংশ গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি।

সুতরাং অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং এ সুযোগ-সুবিধার দ্বার সমভাবে নারী-পুরুষের জন্য উন্মুক্ত রাখা একান্তই আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি :

বর্তমানে বাংলাদেশের ৫-১১ বছর বয়সীমার অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের উপযোগী প্রায় ১৫ মিলিয়ন শিশু রয়েছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার হিসেব অনুযায়ী ১৯৮০ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ৭ মিলিয়ন। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে পাঠোপযোগী ৫৩ শতাংশ শিশুই ভর্তি হতে পারেনি। তালিকাভুক্ত শিশুদের মধ্যে রয়েছে ৩৭ শতাংশ বালিকা এবং ৬৩ শতাংশ বালক।

(অসমাপ্ত)